সাজাহান চরিত্র

'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহান নানাদিক দিয়েই এক রস-সমুজ্জ্বল চরিত্র। শ্রেয় ও প্রেয়-বোধের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই চরিত্রটিকে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানবজীবনের এক চমক-প্রদ দৃষ্টান্ত। সাজাহান ভারতসম্রাট। অতুল ঐশ্বর্য, শক্তি, ক্ষমতা তার করায়ত্ত। জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই নায়ক ক্ষমতার উচ্চশিখরে তাঁর স্থিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাজাহানের নিজের জীবনেও নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগের অভিশাপ। জীবনের শেষ আট বছর বন্দীদশায় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হয়। আলোচ্য নাটকে সাজাহানের বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

চারিত্রিক দ্বন্দ্ব : সাজাহানের বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে তাঁর দ্বিধাবিভক্ত সত্তার দ্বন্দ্ব। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা — এ দুই সত্তার সংঘাতে সাজাহান চরিত্রটিকে এক সর্বগ্রাসী পতনের দিকে ক্রমান্বয়ে ঠেলে নিয়ে গেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় — পুত্রদের বিদ্রোহের সংবাদে সাজাহান অতিমাত্রায় বিচ[illegible]ের শান্তি বিধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ শ্রেয়। কিন্তু তাঁর প্রেয়-বোধ তাঁকে এ কাজে বাধা দিচ্ছে। বিদ্রোহের সংবাদে সাজাহান বড়ই চিন্তিত। সেটি তাঁর কাছে সেই 'বড় দুঃসংবাদ'। দারা বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব করলে, সে প্রস্তাব সাজাহান

Scanned by CamScanner

নাকচ করে দেন।

'না দারা, ও কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে আসতে দাও।'

যে স্নেহ প্রবণতাই সাজাহানের বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, জাহানারাকে সাজাহান বলেন —

'আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে, সে স্নেহের শাসন'। সাজাহান তার পুত্রদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন। সৈন্য প্রেরণের আদেশ দানের পর সাজাহান জাহানারাকেও বলেন — 'এ আবর্জনায় তুই নামিস নে। তুই অন্তত পবিত্র থাক'। এখানে পিতৃসত্তার উৎকণ্ঠিত সুর স্নেহের নীড়ে বেঁধে রাখতে চায় সন্তানকে। একদিকে তিনি বিদ্রোহ [illegible] দমনের জন্য সেনা পাঠালেন, অন্যদিকে সেনাপতিদের গোপন নির্দেশ দিলেন সন্ধি করার জন্য। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যের উৎপত্তি ঘটেছে সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে।

ক্ষমাধর্ম: সাজাহানের চরিত্রে আমরা আবেগের প্রকাশ লক্ষ করি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আবেগের বশবর্তী হয়ে সে কথা বলেছে। এই আবেগের ফলশ্রুতি তার সর্বনাশ। সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে দুর্গে

Scanned by CamScanner

প্রবেশের জন্য কোনভাবেই বাধাদান করেননি, তাঁর অভীপ্সা—

"আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে রক্ষা করব। তাতেও যদি সে রক্ষা না হয় — তাহলে তার কাছে, পিতা আমি তার সম্মুখে নতজানু হয়ে আমাদের প্রান ভিক্ষা চেয়ে নেব।"

ঔরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদ বিনা বাধায় দুর্গ অধিকার করে পিতামহকে বন্দী করলেন। সাজাহানের কাছে এটা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হল। সাজাহান যখন সচেতন হল তখন দেখে কেউ নেই। এই অন্যায়, অসহায়তা তাকে চরম উন্মত্ততার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

নাটকের শেষে পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্যে শত অপরাধ সত্ত্বেও দেখা গেল সাজাহান কর্তৃক ঔরঙ্গজেবকে ক্ষমাপ্রদান। যা তার চরিত্রকে মহত্তর করেছে। আমরা জানি যে ক্ষমা পরম ধর্ম। অন্যায়, অধর্মের পথে হেঁটেও ঔরঙ্গজেবকে সাজাহান ক্ষমা করে দিয়েছেন।

"আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে — এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র। এ মনিমুক্তা মুকুট তোমার। আর মার্জনা। ঔরঙ্গজেব! ঔরঙ্গজেব। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।"

এই ক্ষমা সাজাহানের পিতৃসত্তাকেই জয়ী করেছে।

Scanned by CamScanner

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীলেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ এর বলেছেন - "সাজাহানের ইতিবৃত্তের সহিত কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। উভয়েই রাজা, জরাগ্রস্ত রাজ্যভ্রষ্ট এবং সন্তানগনের নিষ্ঠুর আচরনে মর্মাহত। সাজাহানকেও নাট্যকার লীয়ারের অবস্থায় ফেলিয়াছেন এবং সাজাহানের হৃদয়ও লীয়রের মত কোমল ও সহজে বিশ্বাসপ্রবণ করিয়া গড়িয়াছেন।"

এই মন্তব্য সঠিক। কিং লিয়ার ও সাজাহান উভয় নাটকই সন্তানের অকৃতজ্ঞতার কাহিনীতে ভরা। লিয়ার সন্তানের তুলনায় রাজ্যহারা হয়ে গভীর যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যেও তিনি রাজা বলে স্বীকার করেছেন। মহম্মদকেও সাজাহান বলেছে, - আমি বৃদ্ধা সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান। নাট্যকার সাজাহানের পিতৃসত্তার স্বরূপ নিয়ে সাজাহানকে গড়ে তুলেছেন। মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের জন্য সাজাহানের দুর্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

—×—